মেহেরপুরে হুইল চেয়ার ও অনুদানের চেক বিতরণ

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অনুদানের চেক ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ৮৯ জনকে ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার চেক, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৭৫টি, জেলা সমাজসেবা কল্যাণ কমিটি থেকে ২০টি এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২টিসহ মোট ৯৭টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৮টি এবং জেলা সমাজসেবা থেকে ৬টি মোট ১৪ টি হিয়ারিং এইড প্রদান করা হয়।

হুইল চেয়ার পেয়ে সদর উপজেলার নবিছদ্দিন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধী হয়ে এখন আর কারো মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। নিজের ছোটখাটো কাজ গুলো নিজেই করতো পারবো।

মেহেরপুরে দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন

বুধবার সকালে মেহেরপুর উপজেলা চত্বরে উদ্ভাবনের জয় উল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ডিজিটাল মেলার শুভ

উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুল্লাহ আল বাকির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম এ সময় মেহেরপুর উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল মেলায় বরাদ্দকৃত বিভিন্ন স্টলে স্কুল, কলেজ এর ছাত্র ছাত্রী এবং বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে।

গাংনীর বামন্দীতে ২টি মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি তৈরী ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে দুই হোটেল ব্যবসায়ীকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে এ জরিমানা আদায় করেন।

এসময় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ও প্রসিকিউটর হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, বামন্দী বাজারের

মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরি হচ্ছে। অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা জায়গাতে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে দই মিষ্টি। ফ্রিজের মধ্যে কাচা মাছ মাংশ ও রক্তচর্বির সাথে রাখা হয়েছে রান্না করা খাবার ও ছানা। এছাড়া কর্মচারীদেরও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি নেই। প্যাকেটজাত দই মিষ্টিতে যথাযথ মোড়কীকরণ আইন মানা হচ্ছেনা। এসব অপরাধে মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া একই বাজারের মেসার্স আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এর বিক্রয় কেন্দ্রে দই মিষ্টিতে ভোক্তাদের ওজনে ঠকানোর অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ও ৪৬ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় বাজার কমিটির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত মুল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো যুুবক

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো কলেজ ছাত্র গিয়ে তামিম রেজা (২০)।

তামিম করমদী গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার নাসির উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় করমদি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।
মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে করমদী গ্রামে জহরুল ইসলাম, আশিক, উবায়দা, শাকিবসহ অন্যান্যদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে তামিমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, তামিম ব্যাডমিন্টন খেলার সময় অসুস্থ্য হয়ে

কোর্টেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সন্ধানী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার নুরে আলম জানান, স্ট্রোক জনিত কারণে তামিমের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের বাসাতে চুরি

এবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের বাসার তালা ভেঙ্গে চুরি সংঘটিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে যে কোনো সময় এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে পুলিশ বিভাগ।
সংঘবদ্ধ চোরের দল তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের সরকারি কোয়ার্টারের বাসার দরজার হুক তুলে ফেলে ঘরে ঢুকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। এসময় ডা.জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার খুলনাতে একটি মিটিং এ রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন।

তিনি জানান, সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা.মোখলেছুর রহমান নামাজে যাওয়ার সময় প্রথমে দরজা খোলা দেখে সেখানে গিয়ে চুরির ঘটনা জানতে পারেন।

চোরের দল টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে গেলে ল্যাপটপ এবং ট্যাব নেননি। তার বেডরুমের উপর কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পোশাক ছড়ানো ছিটানো ছিলো বলে জানান তিনি। এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান ওসি তদন্ত।
তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার খুলনাতে থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি

মুজিবনগর যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে, শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে, আগামী নির্বাচনে মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনকে পুনরায় নির্বাচিত করার মাধ্য দিয়ে মেহেরপুর মুজিবনগরের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে মুজিবনগর উপজেলায় ভবেরপাড়া গ্রামে উপজেলা যুব মহিলালীগের আয়োজনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুনের সঞ্চালনায় এই উঠান বৈঠকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের নারী জাগরণের অগ্রদূত বাংলাদেশ আওয়ামী যুব মহিলা লীগের নির্বাহী সদস্য এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের সুযোগ্য সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উপস্হিত ছিলেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুব মহিলালীগের সভাপতি শাহিনা খাতুন, মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম খাতুন সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড যুব মহিলালীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যাক যুব মহিলা লীগের কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

মেহেরপুরে এনজিও সংস্থা

আরডিআরএস এর শাখা উদ্বোধন

মেহেরপুরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) আরডিআরএস এর ২৮৩ তম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড়ে এনজিও’র ২৮৩ তম এই শাখাটি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন সোনালী ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার তাওহিদুল আলম।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আরডিআরএস এর ডিভিশনাল ম্যানেজার মোঃ সাহাদুল হক সভাপতিত্ব করেন। সংস্থার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ খোরশেদ আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ আরডিআরএস প্রোগ্রাম হেড রবিন চন্দ্র মন্ডল।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, এনজিও ব্রাকের মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক মোঃ মনিরুল ইসলাম, ইউএনও অ্যাকাউন্টস মোঃ আশরাফ আলী, আরডিআরএস এর এলাকা ব্যবস্থাপক বিকাশ চন্দ্র রায়, মেহেরপুর শাখা ব্যবস্থাপক শংকর কুমার প্রমুখ।

এর আগে গত ৭ নভেম্বর মুজিবনগরে আরডিআরএস এর ২৮৪ তম শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মেহেরপুর শাখার ৬ জন সদস্য ও মুজিবনগর শাখায় ৪ জন সদস্যকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর মুজিবনগর

পরিদর্শন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মো: মশিউর রহমান মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তিনি কুষ্টিয়া থেকে মুজিবনগরে এসে পৌঁছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন স্থাপনা তিনি ঘুরে দেখেন।

এ সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর এর পরিচালক মমিনুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন দপ্তরের পরিচালক রফিকুল আকবর তার সফর সঙ্গী ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে আজ বুধবার কুষ্টিয়া দৌলতপুর কলেজে শিক্ষকদের ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে মুজিবনগর ত্যাগ করেন।

মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী হামিদুল হক আর নেই

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী আনসার সদস্য হামিদুল হক (৮২) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মুজিবনগরের সোনাপুর গ্রামের

নিজবাড়িতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান- সোনাপুর গ্রামের মৃত নওশের মন্ডলের ছেলে হামিদুল হক বার্ধক্য জনিত কারণে মঙ্গলবার দিনগত রাত ১১ টার দিকে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী ১২ জন আনসার সদস্যের একজন ছিলেন হামিদুল ইসলাম।
১২ জন আনসার সদস্যর মধ্যে হামিদুল হকের মৃত্যূতে আর ২ জন আনসার সদস্য জীবিত থাকলেন।

বুধবার সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস। এসময় ১৪ আনসার ব্যাটিলিয়ন পরিচালক তরফদার আলমগীর হোসেন, জেলা আনসার এ্যাডজুডেন্ট শাহাদৎ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ জানাযায় অংশ নেন।
জানাজা শেষে সোনাপুর গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হবে।

সবুজ পাতার ফাঁকে চাইনা কমলা লেবু, চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন

বাগানে সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা রসে ভরপুর চাইনা কমলা লেবু চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন। রাস্তার ধারে চঞ্চল হোসেনের সারি সারি চায়না কমলার গাছে সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে হলুদের আভা। এখন এই হলুদ আঁভার মাঝেই চঞ্চল হোসেনের স্বপ্নের আভাস।

ফেইসবুক ও ইউটিউব দেখে তিন বছর আগে চায়না কমলা লেবুর চাষ শুরু করেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব কুঠিপাড়া এলাকার কলেজ ছাত্র চঞ্চল হোসেন। এলাকার অনেকেই চঞ্চল হোসেনের চাইনা কমলা লেবুর বাগান দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আধুনীক এই চাইনা কমলা লেবুর চাষ করার জন্য।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিলপাড়া-সাহারবাটি রাস্তার মাঠে গিয়ে চোখে পড়ে এ দৃশ্য। দৃষ্টি কাড়া এই হলুদ বর্ণের ফলের উঁকি এলাকার অনেক মানুষকেই আকৃষ্ট করছে।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিল ও সাহারবাটি মাঠে গেলে দেখা মিলবে এ দৃশ্যের। ফলের ভারে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা প্রতিটি গাছের। যা দেখতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন উৎসুক মানুষ। বাগান দেখে মুগ্ধতার কথা জানান তারা।

৩ বছর আগে ফেইসবুকে কমলা লেবুর চাষ দেখে নিজের ১ বিঘা জমিতে এক শ চারা রোপন করেন চঞ্চল হোসেন।নিয়মিত, সঠিক পরিচর্যা ও পরিমিত সারের ব্যবহার করে প্রথম বছরেই গাছে গাছে আসে থোকায় থোকায় ফল। কি পরিমান ফল এসেছে এখনও আন্দাজ করতে পারেনি কৃষক চঞ্চল। চঞ্চল হোসেন বলেন, ফলন ভাল হয়েছে। তবে দামটা কি হবে এবং বাজার কোথায় পাবো সে চিন্তাও আসছে ঘুরে ফিরে।

সাহারবাটি থেকে কমলার বাগান দেখতে আসা রাসেল হোসেন বলেন, রাস্তার পাশে এই লেবুর বাগানে থোকা থোকায় লেবু সত্যিই ভাল লাগে। আমি এই বাগান দেখে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও এক বিঘা জমিতে লেবুর চাষ করবো। তিনি বলেন, এই বাগানটা দেখতেও খুব সুন্দর।

চাইনা কমলা বাগান দেখতে এসেছেন আমঝুপি গ্রামের সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, এই বাগান দেখে মনে হচ্ছে আমরা বিদেশেই আছি।

চঞ্চল হোসেন জানান, আমি কলেজে লেখাপড়া করি। পাশাপাশি বিভিন্ন চাষ করে আসছি। আমি ফেইসবুক ও ইউটিউবে দেখে চাইনা কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ হই। সেই লক্ষে গত তিন বছর আগে প্রথম চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থেকে কমলার চারা এনে রোপন করি। এখন আমাদের দেশেই চায়না কমলার চাষ হচ্ছে। তারপর থেকেই আমি অন্যান্য আবাদের পাশাপাশি শুরু করলাম চায়না কমলা চাষ। আড়াই বছর বয়সী গাছে আমার প্রথম কমলা এসেছে। প্রথম আসলেও গাছে কমলার ফলনও খুব ভালো পাচ্ছি।

একটা গাছে ৫০ থেকে ৬০ কেজি কমলার ফলন পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন চঞ্চল হোসেন। চারার জন্য খরচ হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। লাগানোর পর ফল ধরার আগ পর্যন্ত খরচ হয়েছে মাত্র ১২ হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সামছুল আলম বলেন,

মেহেরপুরের মাটি চায়নিজ কমলা তৈরির তেমন উপযোগী নয়। তার পরেও কিছু মানুষ এটির চাষ করছেন। সেগুলোর স্বাদ,গন্ধও ভাল। তবে, জেলার চাইনা কমলা লেবুর চাষ হয়েছে ৩ হেক্টর জমিতে।পরীক্ষামুলকভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কৃষক এই ফসলের চাষটি বানিজ্যিকভাবে নিয়েছেন। যা আগামিতে নতুন সম্ভাবনার দার উন্মেচিত হবে বলে আশা করেন তিনি। ফলন ভালো পেতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও নানা পরামর্শ।